প্রথম আলো

তারিখ ... 3 APR 2011
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ২

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি

গ্রন্থাগারিক নেই বই পড়া বন্ধ

আরিফুল হক, রংপুর ●

প্রচুর বই থাকার পরও গ্রন্থাগারিক না থাকায় রংপুরে দেড় শ বছরের প্রাচীন এতিহ্যবাহী পাবলিক লাইব্রেরির বই পড়া কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে সাত বছর ধরে। শুধু চালু রয়েছে দৈনিক পত্রিকা পড়ার কার্যক্রম। একজন কেয়ারটেকারের মাধ্যমে এই লাইব্রেরি প্রতিদিন খোলা রাখা হয়।

গ্রিক স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে। পাবলিক লাইব্রেরির মাঠসহ লাইব্রেরি ভবনের অংশসহ মোট জমির পরিমাণ ১ একর ৬০ শতাংশ। এর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশের ওপর লাইব্রেরি ভবন। সঙ্গে রয়েছে ১০০ আসনের একটি মিলনায়তন।

দেড় শ বছরের পুরোনো এই লাইব্রেরিতে একসময় অনেক মূল্যবান ও দুর্লভ বই ছিল। যেখানে বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার। যত্নের অভাবে মহাত্মা গান্ধীর দুর্লভ ছবির একটি অ্যালবামসহ অনেক বই নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বই চুরি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বই রয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, গ্রন্থাগারিক না থাকলেও এটি পরিচালনা করে থাকে জেলা প্রশাসন। বর্তমানে আজিজুল ইসলাম নামের একজন কেয়ারটেকারের দায়িত্বে রয়েছে এই লাইব্রেরি। এটি সপ্তাহের সোমবার ছাড়া প্রতিদিন খোলা থাকে বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। এখানে বই থাকলেও বই দেওয়া হয় না। কিন্তু পাঠকেরা প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা পড়ে থাকেন। জেলা প্রশাসনের দপ্তর থেকে আড়াই হাজার টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হয়।

এদিকে লাইব্রেরিতে একজন লাইব্রেরিয়ান থাকলেও বিগত ২০০৮ সাল থেকে সেখানে লাইব্রেরিয়ান নেই। ফলে সেখানে সবার জন্য উন্মুক্ত বই পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

লাইব্রেরির কেয়ারটেকার আজিজুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিন নিয়মিত লাইব্রেরি খুললেই অনেক মানুষ আসেন বই পড়ার জন্য। তাঁরা বই না পেলেও পত্রিকা পড়ছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, একটি কক্ষে ২৫টি ছোট-বড় পুরোনো আলমারি। যেখানে বইগুলো গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বই চুরি যাওয়ার ভয়ে আলমারিগুলো তালা মেরে রাখা হয়েছে। একটি কক্ষে বড় একটি টেবিলে একসঙ্গে আটজন পাঠক দৈনিক পত্রিকা পড়ছেন। পাঠদানরত শিক্ষার্থী সাইদুল ইসলাম বলেন, বই পড়া কার্যক্রম চালু হলে ভালোই হতো।

রঙ্গপুর থেকে রংপুর। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসেছেন এখানে। এখানে কাজ করেছেন বাংলা সাহিত্যের নক্ষত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবক রাজা রামমোহন রায়। এসেছেন বাংলা নাট্যাঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র শিশির ভাদুরী, অর্ধেন্দু শেখর মোস্তফীসহ অনেকে।

রবীন্দ্রগবেষক শাশ্বত ভট্টাচার্য বলেন, 'গবেষণা করে জানতে পেরেছি অভিবক্ত ভারতবর্ষের পাঁচটি প্রাচীন লাইব্রেরির মধ্যে এটি একটি। এই লাইব্রেরি আমাদের প্রয়োজনে আমাদেরই টিকিয়ে রাখতে হবে।'

কবি ও লেখক এম এ বাশার বলেন, 'রংপুরের গর্ব হলো আমাদের এই লাইব্রেরি।' রংপুর সাহিত্য পরিষদের মফিজুল ইসলাম বলেন, এই লাইব্রেরিটি টিকিয়ে রাখতে হবে। কেননা এটি রংপুরের প্রাচীন ইতিহাস।

পাবলিক লাইব্রেরির বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার বলেন, এই লাইব্রেরিটি পরিচালনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিছু দৈনিক পত্রিকা রেখে লাইব্রেরিটি প্রতিদিনই খোলা রাখা হচ্ছে।